https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ড্রাগ থেরাপি

বিবরণ 2016

এজাথায়োপ্রিন

বর্ননা

এটা ইমিউনিটিকে কমায়ে দেয়।
এটা ডিএনএ এর উৎপাদন কমিয়ে দেয়। যা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে সকল কোষকে বিভক্ত হওয়ার জন্য যেতে হবে। ইমিউন ফাংশন কমে যাওয়ার কারন হরে শ্বেতরক্তকনিকার উপর ঔষধের প্রতিক্রিয়া।

মাত্রা/প্রয়োগের ধরন

মুখে প্রতিদিন ২-৩ মিঃগ্রাম/কেজি/প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১৫০ মিঃগ্রাম প্রতিদিন

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সালাফসফামাইড হতে বেশ ভালভাবে শরীর এটা সহ্য করতে পারে, তবু এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে যার জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ দরকার। খাদ্যনালীতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন বমি বমি ভাব, বমি, খাদ্যনালিতে ঘা, পাতলা পায়খানা, ইপিগিসট্রিক স্থানে ব্যাথা সাধারনত দেখা যায় না, যকৃত এর উপর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই বিরল। শ্বেতরক্ত কনিকা কমে যেতে পারে। তা ঔষধ এর মাত্রার উপর নির্ভর করে। লোহিত বা অনুচক্রিকা ও কমতে পারে, তা খুবই কম। প্রায় ১০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে হেমাটোলজিক্যাল/রক্তজনিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন শ্বেত/লোহিত/অনুচক্রিকা কমে যাওয়া দেখা দিতে পারে, যা সাধারন জিনগত সমস্যার জন্য হয়। এই সমস্যা ঔষধ ব্যবহারের পৃঠে পরীক্ষা করে নির্নিয় সময় এবং রক্ত কনিকা কমে যাওয়ার জন্য ৭-১০ দিন চিকিৎসার পর পরীক্ষা করা সময় তারপর প্রতি এক মাসে/ দুমাসে একবার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।
লম্বা সময় ব্যবহার করলে ক্যান্সার হতে পারে কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না।
এজাথায়োপ্রিন যাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তাদের ক্ষেত্রে হারপিস জোস্টার এর ভাইরাস ইনফেকশন বেশী হয়।

প্রধান শিশু রিউমাটিক রোগ যাদের ক্ষেত্রে ব্রবহার হয়।

জুভেনাইল সিস্টেমিক লুপাস ইরাথেমেটোসাস
কিছু শিশু সিস্টেমিক ভাসকুলাইটিস